সংবাদ

তারিখ 05 MAR 2012
পৃঃ ১৬ কলাম ২

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের চাকরি বিধি হচ্ছে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের চাকরি বিধি হচ্ছে। দেশের সব হাই স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা এবং কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের দাবি বাস্তবায়নে উদ্যোগ নিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। বর্তমানে দেশে এমপিওভুক্ত প্রায় ৩২ হাজার বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মচারীদের কোন চাকরি বিধি বা সার্ভিস রুল নেই।

মাউশির মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর রশীদ গতকাল 'সংবাদ'কে বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতির সুপারিশের আলোকে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের বিশেষ উদ্যোগে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের জন্য চাকরি বিধি তৈরির কাজ চলছে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে চাকরি বিধির খসড়া চূড়ান্ত করা হবে। এর ফলে কর্মক্ষেত্রে উপকৃত হবে সারাদেশের দুই লাখ কর্মচারী। কর্মস্থলে নিশ্চিত হবে তাদের অধিকার। কমবে কর্মচারীদের হয়রানি। কর্মচারীদের চাকরি বিধি প্রণয়ন কমিটির প্রধান হলেন মাউশি অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (বেসরকারি কলেজ) মেজবাহ উদ্দিন সরকার। তিনি জানান, আগে একবার একটি বিধিমালা হয়েছিল। এবার সেটির আলোকেই নতুন নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন করা হবে। তবে শিক্ষানীতিকে নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়া হবে। মাউশি জানায়, বর্তমানে এমপিওভুক্ত স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের

চাকরি : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪

চাকরি : বিধি

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষকের জন্য সার্ভিস রুল আছে। কিন্তু কর্মচারীদের জন্য তা নেই। বিভিন্ন সরকারের আমলে কর্মচারীদের চাকরি বিধি প্রণয়নের দাবি জোরালো হলেও তা হয়নি। বিগত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় চাকরি বিধি প্রণয়ন করতে সব শিক্ষা বোর্ড এবং মাউশিকে নির্দেশ দিলেও কোন ফল হয়নি। ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তা ব্যক্তিরা যখন ইচ্ছে তখনই কর্মচারীদের চাকরিচ্যুত করতে পারেন। যেকোন অজুহাতে বন্ধ করতে পারেন বেতন-ভাতা। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বা গভর্নিং বডির সিদ্ধান্তই কর্মচারীদের জন্য আইন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্মচারী ফেডারেশনের মহাসচিব এম আরজু বলেন, প্রায় এক যুগ আগে একটি চাকরি নীতিমালা তৈরি হয়েছিল। এটিকে একাধিকবার যাচাই বাছাইও করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সেটা দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ফাইলবন্দি আছে। তিনি যত দ্রুত সম্ভব এটি কার্যকর করার দাবি জানিয়েছেন। জানা যায়, ১৯৮০ সালের বোর্ড রেজুলেশান অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের একটি চাকরি বিধি প্রণীত হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন শিক্ষা প্রশাসনের অনীহায় এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারনে তা বাস্তবায়ন হয়নি। এমনকি ১৯৯২ সালে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার কর্মচারীদের চাকরি বিধি প্রণয়ন করতে মাউশি এবং শিক্ষা বোর্ডকে লিখিতভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার নির্দেশ কেউ আমলে নেয়নি। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালে শিক্ষামন্ত্রণালয় একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে শিক্ষা অধিদপ্তর এবং শিক্ষা বোর্ডকে বিধি তৈরি করে বাস্তবায়ন করতে নির্দেশ দেয়। তাও কার্যকর হয়নি।